কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 15 AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 1 ...

স্টুডেন্ট ভিসায় মালয়েশিয়া

উচ্চশিক্ষার বদলে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপিত বাংলাদেশি তরুণরা

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

'এখন আমার বাড়ি ফেরার কোনো রাস্তা নেই। কারণ আমাকে মালয়েশিয়া পাঠাতে গিয়ে আমার পরিবার নিঃস্ব হয়ে গেছে। এর মধ্যে বাবা দুইবার স্ট্রোক করেছেন। এখন বাবার চিকিৎসার খরচ জোগাতে এখানে আমাকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।'

এই বাস্তবতার মধ্যে আছেন ২৪ বছর বয়সী এক বাংলাদেশি তরুণ, যিনি উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন নিয়ে লাখ লাখ টাকা খরচ করে পা রেখেছিলেন মালয়েশিয়ায়। কিন্তু উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন ফেলে কাজ করতে হচ্ছে শ্রমিক হিসেবে। কেবল এই তরুণই নন, মালয়েশিয়ায় এ রকম হাজারো বাংলাদেশি তরুণ রয়েছে, যারা উচ্চশিক্ষার লোভে সেখানে গিয়ে প্রতারণার শিকার হচ্ছে।

মালয়েশিয়ার সংবাদপত্র দ্য স্টারের একটি দল সম্প্রতি এ বিষয়ে অনুসন্ধান চালায়। আর তাতেই উঠে আসে বাংলাদেশি তরুণদের এই করুণ পরিণতির গল্প।

খবরে বলা হয়, কিছু ভুয়া এজেন্ট মালয়েশিয়ার বিভিন্ন কলেজে ভর্তির নাম করে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নেয়। কিন্তু বাস্তবে ওই সব 'ভুতুড়ে' কলেজে বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির কোনো অনুমতিই নেই। কলেজগুলোতে যতটুকু শিক্ষা কার্যক্রম চলে, তা ওই বিদেশি তরুণদের দেখানোর জন্য।

কিন্তু তরুণরা না বুঝে এসব কলেজে ভর্তির জন্য ভিসা বাবদ এজেন্টদের লাখ লাখ টাকা দেয়। অনেকের কাছ থেকে ভিসা বাবদ চার লাখ টাকা নেওয়ার অভিযোগও পাওয়া গেছে। এখানেই শেষ নয়, এরপর টিউশন ফির কথা বলে নেওয়া হয় আরো লাখ লাখ টাকা। কিন্তু বাস্তবে উচ্চশিক্ষা মেলে না।

দ্য স্টারের ওই দলটি এ রকমই এক প্রতারক এজেন্টের সঙ্গে কথা বলে। ওই ব্যক্তি জানান, বিভিন্ন কলেজে ভর্তির কথা বলে তিনি এ পর্যন্ত আট হাজার বাংলাদেশি তরুণকে মালয়েশিয়ায় নিয়েছেন। নেপালি ওই এজেন্ট বলেন, 'বাংলাদেশের শিক্ষার্থী পাওয়া সবচেয়ে সহজ। তাদের কাছে টাকাও পাওয়া যায় সহজে।' তিনি আরো বলেন, 'এসব শিক্ষার্থীকে মালয়েশিয়া এনে এ ধরনের কলেজে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।'

দ্য স্টারের 'আর.এইজ' নামের ওই দলের সদস্যরা কারখানার ম্যানেজার সেজে এ রকম বিভিন্ন ভুয়া কলেজে যান। গিয়ে তাঁরা সস্তায় শ্রমিক নেওয়ার আগ্রহ জানান। পরে দেখা যায়, কলেজগুলোর প্রায় সব 'শিকার' বাংলাদেশ থেকে যাওয়া।

ভুক্তভোগী এসব তরুণ এখন মালয়েশিয়ায় মানবেতন জীবন যাপন করছে। যাদের ভিসার মেয়াদ শেষ, তাদের লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে।